দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 4 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশ

■ নিজামুল হক

দেশে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না- এমন তথ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রতিবেদনে বলেছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কারিকুলাম, উন্নতমানের হলেও কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, তবে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ভর্তি পরীক্ষার সংস্কার করার সুপারিশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট

ইউজিসির ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ৩৫টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তলে ধরা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সোমবার রাতে জাতীয় সংসদে প্রতিবেদনটি উত্থাপন করেন।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংস্কার

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সংস্কারের সুপারিশ করে বলা হয়, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভর্তি পরীক্ষা সময় কেবলমাত্র বোর্ড-পরীক্ষার একটি অতিসংক্ষিপ্ত রূপ এবং এই পরীক্ষার গুণগতমান বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া, বর্তমান পদ্ধতিতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে ৬-১০টি ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এই দীর্ঘসময় তারা কোচিং সেন্টারের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। মানসিক চাপ ও এক বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘকাল পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

২৪ পৃষ্ঠার পর

অধ্যয়নরত থাকার ফলে তাদের সৃজনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কমিশন এই ভর্তি প্রক্রিয়ার আমূল সংস্কার সুপারিশ করে।

সেশনজট নিরসন

সেশন প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের কতিপয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেশন আশঙ্কাজনকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত এ সেশন জটের কারণে একদিকে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও প্রচুর অপচয় ঘটছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও এ কারণে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সেশন জট সৃষ্টির সবক'টি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নয় এবং তা নিরসনও বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কর্তৃত্বাধীন নয়। তবে কারিকুলাম বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব যে এই সেশন জটের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি

কমিশন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, গত কয়েক দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোন কোন ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব ও অন্যান্য কারণে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে এবং জাতি উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশা ও সুফল থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সুস্থধারার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে অকুণ্ঠচিত্তে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল ও মতের সমন্বয়ে জাতীয় সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়

কমিশন তাদের প্রতিবেদনে জানায়, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। ফলে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া, ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চহারে ফি নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রতিবছরই টিউশন ফি, ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সহজলভ্য ও সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রেখে এবং মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ আরো সুগম করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি ও চার্জ সহনীয় পর্যায়ে রাখা অত্যাবশ্যক।

১৯৭৩ এর অধ্যাদেশ সংস্কার

কমিশন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও অবাধদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সমুন্নত রেখে ১৯৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ অন্যান্য অধ্যাদেশ এর প্রয়োজনীয় সংস্কার বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকেই স্ব-উদ্যোগে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিককালে কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিতভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিশেষত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) খণ্ডকালীন শিক্ষকতা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করার কারণে স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের সম্পৃক্ততা যৌক্তিক পর্যায়ে সীমিত রাখার লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।